মানবাধিকার আর মূল্যবোধ। একুশ শতকের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে এই দুই মানবিক চেতনার তীব্র সংকট আমাদের বেদনার্ত করে তুলেছে। আমাদের পারিবারিক গণ্ডিতে যেমন, ঠিক তেমনই বিশ্বজোড়া মানব-পরিবার আজ এই সংকটকে প্রত্যক্ষ করছে—প্রত্যক্ষ করছে সভ্যতার স্তম্ভগুলোকে চূর্ণ হ'তে। এই সংকট সভ্যতার সংকট।

রাজনীতির সঙ্গে আমরা যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাদের কাজকর্ম, সমাজের বিভিন্ন স্তরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত ; তাদের কাছে এই সংকট আরও সোজাসুজি, আরও প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেবে এটাই স্বাভাবিক। তবু সকলের অনুভূতি বা উপলব্ধি বোধহয় স্পর্শকাতর নয়, না হয় তাঁরা সবকিছু দেখেশুনেও প্রাজ্ঞ সমাজপতি সেজে নির্বাক, প্রতিবাদহীন হয়ে বসে থাকতে পারেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই, তাঁদের সমালোচনাও আমার লেখনীর উদ্দেশ্য নয়—কেবলমাত্র এইটুকু বলতে পারি যে আমি তাঁদের মতো 'প্রাজ্ঞ' বা 'বিচক্ষণ' নই। তাই চারপাশে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনার মাঝখানে যখনই মূল্যবোধ আর মানবাধিকারকে ধুলায় লুণ্ঠিত হতে দেখি তখন সাধ্যমতো প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করি—কখনও গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে, আবার কখনও লেখার মধ্যে দিয়ে সেই প্রতিবাদকে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

'মানবিক' একটি ছোট সংকলন। এই সংকলনে একদিকে যেমন আছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা মানবাধিকার ও মূল্যবোধের চরম অবমাননার ঘটনাগুলি ; আবার অন্যদিকে আছে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ এবং আইনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং বিবরণ ; আছে সমাজদেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, রাজনীতি অথবা সংবাদমাধ্যমে মূল্যবোধের যে সংকট প্রত্যক্ষ করেছি তার বিবরণ ; আবার মূল্যবোধ রক্ষার উজ্জ্বল প্রচেষ্টা হিসাবে কয়েকটি সত্য ঘটনার উল্লেখও রয়েছে এই সংকলনের ছোট পরিসরে।

মানবতাবাদ, মূল্যবোধ ও মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এই ছোট প্রচেষ্টা যদি প্রকৃত অর্থে কিছু সংশোধন করতে পারে, তবেই এ চেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

এই গ্রন্থটি প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ার জন্য দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে-কে ধন্যবাদ। ভুল-ত্রুটির দায় এবং দায়িত্ব অবশ্যই লেখিকার।

কলকাতা
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭